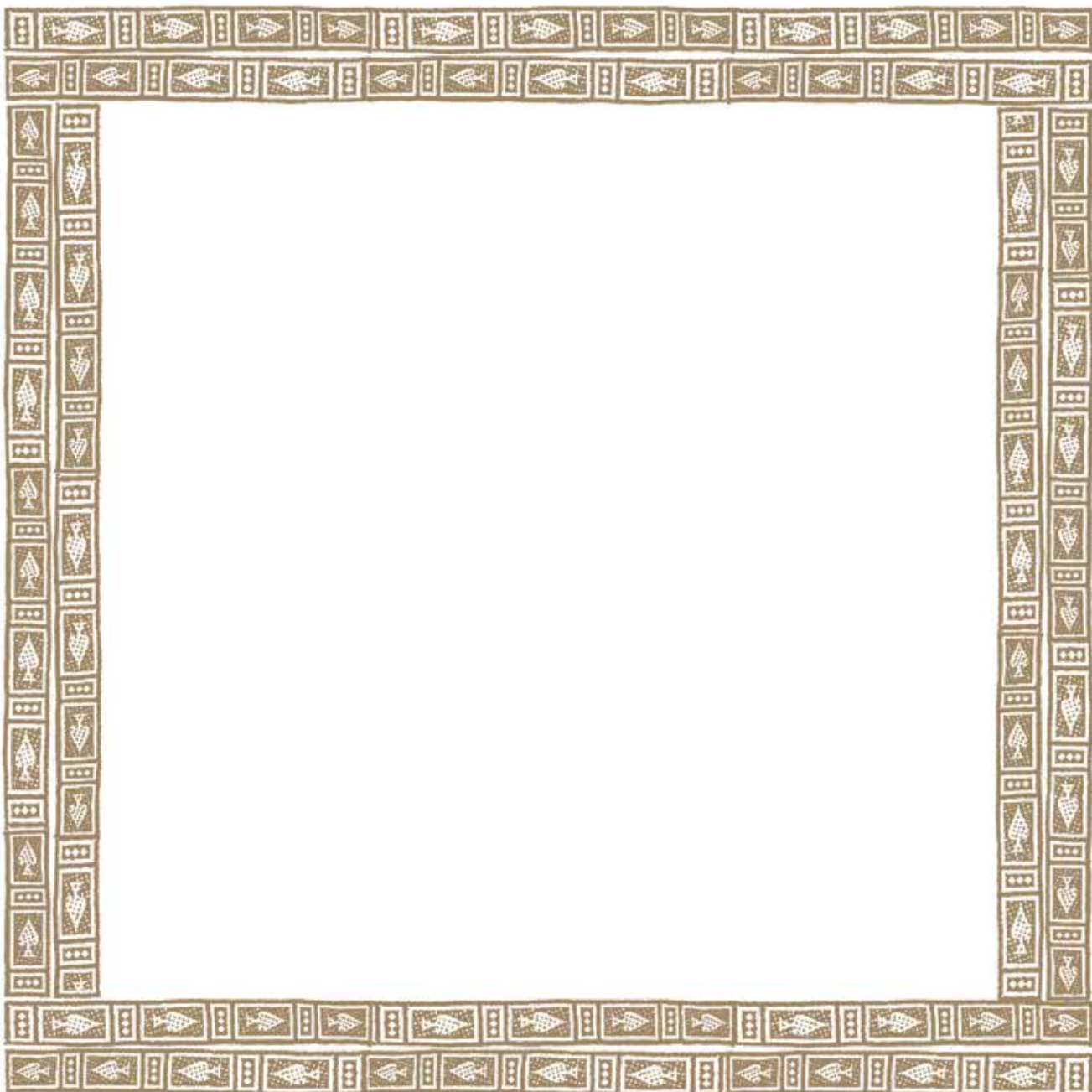


বাংলা
নামের
দেশের
গল্প

INSIGNIAS OF IDENTITIES

TALES OF
BANGLADESH



বাংলা
নামের
দেশের
গল্প

INSIGNIAS OF IDENTITIES

TALES OF
BANGLADESH



গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

সব্যসাচী হাজরা • সজল আহমেদ • শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাক্বী

TEXT & EDITED BY

SABYASACHI HAZRA • SAJAL AHMED • SHAIKH MOHAMMAD SALEH RABBI



KOBI PROKASHANI

বাংলা নামের দেশের গল্প
TALES OF BANGLADESH

© Kobi Prokashani 2023

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

সব্যসাচী হাজরা • সজল আহমেদ • শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাকী

TEXT & EDITED BY

SABYASACHI HAZRA • SAJAL AHMED • SHAIKH MOHAMMAD SALEH RABBI

উপদেষ্টা পর্বদ

শ্রব এষ • তনুজা ভট্টাচার্য্য • অমিতাভ দেউরী

ADVISORY PANEL

DHRUBA ESH • TANUJA BHATTACHARJEE • AMITABH DEWRY

সম্পাদনা সহযোগী

মঈন আহমেদ • জিয়াদ মুবাস্সির ইসলাম • তৌহিদুর রশীদ • কামরুল হাসান মিথুন

ASSOCIATE EDITORS

MOIN AHMED • ZIAD MUBASSIR ISLAM • TAWHIDUR RASHID • KAMRUL HASAN MITHON

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজরা

COVER & ILLUSTRATION

SABYASACHI HAZRA



প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশ
First published December 2023 Bangladesh

প্রকাশক কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
Publisher Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
kobiprokashai@gmail.com • www.kobibd.com

ISBN 978-984-98111-7-6

Price ৳ 600 | ₹ 600 | \$ 30 | € 30

উৎসর্গ

DEDICATION



যাঁরা পরিশোধ করেছেন স্বাধীনতার মূল্য
ঋণী করেছেন স্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতিসত্তার উত্তরাধিকারে

আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারো দানে পাওয়া নয়।
আমি দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি
জানা আছে জগৎময়,

আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা

Those whose sacrifice to built our nation's freedom and legacy,
Your courage shapes our pride and independence.

I've procured Bengal with a fervent vow,
Never a gift, nor a charitable endow.
With a hundred million lives, the toll I bore,
A truth echoing loud, a timeless lore.

Bengal, my prize, procured at a cost,
A cherished land, a legacy embossed.

‘আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা’ গানের সুরকার ও গীতিকার আবদুল লতিফ
“Ami Dam Diye Kinechhi Bangla” written and composed by Abdul Latif

সম্পাদকীয়

EDITORIAL



রাস্ত্রের স্বীকৃত প্রতীকসমূহের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূ-প্রকৃতি, জীবন ও সংস্কৃতির স্বঘোষিত নিদর্শন। আপাত সাধারণ ফুলফল, পশুপাখি, গাছ, মনোগ্রামের আদলে ফুটে ওঠে একটি রাস্ত্র ও জাতিসত্তার স্মারক, অহংকার ও একতার অঙ্গীকার। তাই প্রতিটি রাস্ত্রীয় প্রতীকই রাস্ত্রের স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার দ্যোতনা।


বাংলাদেশ, স্বাধীন সার্বভৌম এক গণপ্রজাতন্ত্র- যার অভ্যুদয় রক্তে স্নাত, শোকে আপ্লুত, যুদ্ধে বিধ্বস্ত কিন্তু দুর্নিবার স্বপ্ন-সাহস-শপথের দৃষ্ট, হাজার বছরের আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম ও অশ্বেষায় অনুপ্রাণিত।

অমিত গৌরব-স্বর্গ সুমহান অভ্যুদয়ের উবালগ্নে এ রাস্ত্রের স্বাঙ্গিক কারিগর ও কুশীলবরা নির্বাচন করেছেন স্মোপার্জিত স্বাধীনতার প্রতীকসমূহ। প্রতিটি প্রতীক বাংলা নামের এই দেশের অস্তিত্বের সগৌরব স্মারক। প্রতিটি প্রতীকের আবেদন স্মোপার্জিত স্বাধীনতার আকৃতি ও আনন্দে বিহ্বল। প্রতিটি প্রতীক দেশ, মানুষ, প্রকৃতিকে চেনা, জানা ও আপন করে নেওয়ার অনুপ্রেরণা।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সুবর্ণ গরিমা আমাদের একই সঙ্গে উৎসুক ও অস্থির করে তোলে এই রাস্ত্রীয় প্রতীকগুলো নির্বাচনের গল্প জানতে ও জানাতে। কিন্তু এই কাজটি যে মোটেই সহজ ও সাধারণ নয়, তা বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। পাঁচ দশকের যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না বলেই বোধ হয় এ বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ বা নিদর্শন মেলে না। আমাদের অপারগতা এখানেই যে এই রাস্ত্রীয় প্রতীকগুলোর প্রস্তাবনা, গবেষণা, অনুমোদনের প্রেরণা ও যুক্তি তথা ইতিহাসের এই অমূল্য দলিল আমাদের জানাশোনা, ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা উদ্ধারের সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে এসেছে।

‘বাংলা নামের দেশের গল্প’ গ্রন্থটি উৎসুক পাঠকের সঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাস্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতীকসমূহের সরল উদ্বোধকের দায়িত্ব পালন করবে- এটুকুই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’ থেকে উৎসারিত হয়েছে এ গ্রন্থের শিরোনাম। আধেয় বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে আমাদের পাশে ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মুদ্দৈন, মোঃ নাজমুল আলম ও মোঃ মাহমুদুল হাসান। প্রাথমিক গবেষণাকার্যে সহায়তা করেছেন মো. মারুফ বিল্লাহ, শেখ মোহাম্মদ আতাহে রান্নী ও নিজাম বিশ্বাস। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

পাঠক, সুহৃদ, সুখীজনের মনোযোগ আকর্ষণের আশায় এই কাজটি মলাটবন্দি হলো। অন্যভাবে বলা যায়, এই প্রকাশনার সুবাদে এ বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ পাওয়ার পথ কিছুটা উন্মুক্ত হলো। এই বইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাস্ত্রীয় প্রতীক নির্বাচনের গল্পগুলো জানতে বা খুঁজে পেতে যদি কেউ উৎসুক বোধ করেন, সেটাই আমাদের আশাবাদ ও প্রচেষ্টা সজীব রাখবে।



The recognized insignias of a state serve as self-proclaimed representations of its history, traditions, geography, life, and culture. Appearing as seemingly ordinary flowers, fruits, animals, birds, trees, and monograms, they encapsulate the uniqueness, pride, and unity of a state and nation. Thus, each insignia stands as a testament to the independent and sovereign existence of that state.

Bangladesh, a sovereign republic, emerged amidst bloodshed, sorrow, and the ravages of war. Yet, its resolve, courage, and aspiration remained unwavering, inspired by a struggle spanning millennia in the quest for identity.

In the radiant dawn of a remarkable revival, the architects of our independence, filled with immense pride, meticulously selected symbols that echo our hard-won freedom. Each emblem stands tall as an enduring tribute to our beloved Bengal. The essence behind these symbols resonate with the hopes and joys of our cherished independence. They serve as heartfelt reminders to recognize, comprehend, and embrace our country, its people, and the splendour of nature.

The resplendent glory of our nation's Golden Jubilee of Independence intensifies our curiosity and eagerness to delve into and share the narratives that led to the selection of these national symbols. However, this task isn't straightforward—it requires considerable time. The five-decade journey faced challenges, suggesting that the necessary attention or guidance was lacking. Our shortcoming lies in the limited understanding and examination of the proposal, research, approval, rationale, and invaluable historical evidence behind these national symbols.

In many cases, the prospect of recovering this information has become restricted.

The book "TALES OF BANGLADESH" aims to fulfill the solemn responsibility of introducing the primary symbols of Bangladesh, an independent and sovereign democratic nation-state, to enthusiastic readers. The title of this book is derived from 'Bongalakshmi'r Brotokotha' by Ramendra Sundar Trivedi. Throughout the creation of this book, we were fortunate to receive invaluable guidance from Abdullah Al Muyid, Md. Najmul Alam and Md. Mahmudul Hasan, alongside assistance in primary research from Md. Maruf Billah, Shaikh Mohammad Atahe Rabbi and Nizam Biswas. Our gratitude to them is profound and enduring.

We present this work with the hope of capturing the attention and interest of readers, well-wishers, and the general public. In essence, this publication serves as a gateway to essential information and guidance on this subject. Should anyone feel enthusiastic about discovering or learning the stories behind Bangladesh's national symbols through this book, that will fuel our hopes and endeavours.



NATIONAL FLAG

জাতীয় পতাকা

NATIONAL FLAG OF BANGLADESH

NATIONAL FLAG

The inaugural hoisting of independent Bangladesh's flag took place on March 2, 1971, on the grounds of the University of Dhaka. Crafted by Shib Narayan Das, this flag bore a depiction of Bangladesh's map, gleaming in the golden hue of ripened rice, and of the golden fibre, Jute encased within a blood-red circle. Throughout the nine-month-long Liberation War, it served as the emblem of a nation fervently yearning for freedom.

Following the birth of an independent Bangladesh, the national flag underwent a transformation. Famed artist Quamrul Hassan refined it by removing the map, solidifying its new form. Finally, on January 17, 1972, it was officially heralded as the national flag of Bangladesh. This bottle green rectangular flag, with its length to width ratio at 10:6, proudly bears a red circle, the radius of which is one-fifth of the flag.

That deep green hue? It's a testament to the lush natural beauty of our land and the spirited energy of our youth. And that fiery, blood-red circle at its core? It's more than just a colour—it's the rising sun, embodying the unwavering sacrifice of our martyrs in our relentless pursuit of independence.



বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা

১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। শিবনারায়ণ দাসের নকশায় প্রথম সেই পতাকার কেন্দ্রে রক্তবর্ণের ভরাট বৃত্তের মাঝে ছিল সোনালি ঝাঁপ পাট ও পাকা ধানের রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সেই পতাকাই ছিল আমাদের পরিচয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে শিল্পী কামরুল হাসানের নকশায় পরিবর্তিত রূপ পায় জাতীয় পতাকা। লাল বৃত্তের কেন্দ্রে মানচিত্রটি বদলে তাঁর নকশায় পূর্ণতা পায় আমাদের লাল-সবুজ পতাকা। ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি দাপ্তরিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়। বাংলাদেশের পতাকা আয়তাকার। উজ্জ্বল ঘন সবুজ আমাদের পতাকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ঃ৬। মাঝের লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

প্রতিটি দেশের পতাকার অন্তরালে থাকে দেশটির ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূ-প্রকৃতি আর মানুষের গল্প। আমাদের প্রাণের পতাকায় গাঢ় সবুজ রং বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যের আর মাঝের রক্ত-লাল বৃত্তটি উদীয়মান সূর্য ও রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতীক।



PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH

From the majestic Himalayas to the serene Sundarbans, where the rivers Padma, Meghna, Jamuna, and Brahmaputra converge and thrive, lies the cherished home of the Bengali. Through centuries, their yearning for an independent land echoed, a longing that persisted for a thousand years. On March 26, 1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared Bangladesh independent after the Pakistan Army brutally cracked down on unarmed Bengalis. On April 10, the Government of the People's Republic of Bangladesh was formed through a proclamation of independence issued from Mujibnagar. On April 17, the provisional government took oath. Bangladesh emerged as a sovereign republic in a bid to ensure equality, human dignity, and social justice for the people of this land.

After a bloody nine-month war, Bangladesh gained victory on December 16, 1971. On November 4, 1972, the first constitution of Bangladesh was ratified, officially naming the country "The People's Republic of Bangladesh".

Bangladesh is the largest deltaic landmass in the northeastern part of South Asia. Its international borders unfurl for nearly 2,400 kilometers, while the coastline stretches over 483 kilometers. Within these waters, the territorial domain extends to 12 nautical miles, where an exclusive economic zone unfurls its maritime tapestry up to 200 nautical miles.

The seal of the Bangladesh government depicts a red circle with a golden map inside, inscribed with 'People's Republic of Bangladesh Government' in green on a white background. Adorning both sides are four stars, two on each side.



গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, উচ্চাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পলল ভূমিতে বাঙালি জাতির আবাস। নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম একটি ভূখণ্ডের জন্য বাঙালি প্রতীক্ষা করেছে হাজার বছর।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে বাংলার মুক্তি, বাঙালির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সর্বস্তরের জনতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে চূড়ান্তভাবে শুরু হয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার প্রণয়ন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। বাংলার মানুষের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করতে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে অভ্যুদয় হয় বাংলাদেশের। নয় মাসের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি লাভ করে চূড়ান্ত বিজয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর প্রণীত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে দেশটির সাংবিধানিক নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। আন্তর্জাতিক স্থলসীমার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার। তিন দিকে ভারত, পূর্ব-দক্ষিণে মিয়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভূখণ্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল, অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশ সরকারের সিলমোহরের নকশায় লাল বৃত্তের মাঝে হলুদ মানচিত্র, সাদা জমিনে সবুজ বর্ণে লেখা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার', দুই পাশে দুটি করে চারটি তারকা শোভিত।



FATHER OF THE NATION
BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

FATHER OF THE NATION
BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

Tungipara, a land surrounded by greenery on the banks of the peaceful Baigar River and the picturesque Madhumati River. Sheikh Mujibur Rahman was born in this peaceful village of Gopalganj on March 17, 1920. He is one of the greatest leaders of history, under whose leadership Bangladesh was born. From his formative years, Mujib was politically conscious and was active in student politics. He walked the path of Bengali nationalism throughout his life with a secular consciousness. He led the language movement and the struggle for independence. He raised the Bengali liberation charter, the Six-Point. In his 55-year life, he was imprisoned for more than 13 years on political charges. The people of Bengal lovingly bestowed upon him the title 'Bangabandhu'.

On March 7, 1971, he instructed the people of Bangladesh to prepare for the liberation at Suhrawardy Udyan. He said, "The struggle this time is the struggle for our freedom! The struggle this time is the struggle for independence!" When the Pakistani military attacked unarmed civilians, he declared independence at the first hour of March 26. At his call, brave Bengalis marched to liberate Bangladesh.

The blueprint for most of the fundamental foundations of independent and sovereign Bangladesh, including the constitution and foreign policy, was created by him. He also gave the first speech in Bangla at the United Nations.

On August 15, 1975, some misguided members of the army attacked the house at 32 Dhanmondi in Dhaka, killing 18 members of his family, including Bangabandhu and his wife Begum Fazilatunnesa. His daughters, Sheikh Hasina, and Sheikh Rehana, survived as they were abroad. Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, freed the Bengali nation. His speech on March 7 has been declared as a part of the world's heritage by UNESCO.



জাতির পিতা

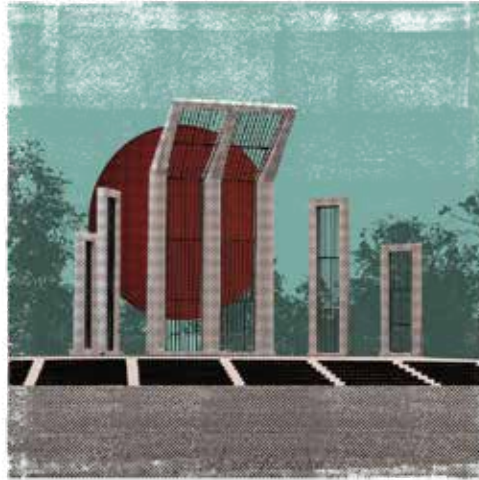
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

চঞ্চল মধুমতী, মায়াবতী বাইগার নদীর কূলে সবুজে ঘেরা একটি জনপদ- টুঙ্গিপাড়া। গোপালগঞ্জের ছায়া-সুনিবিড় এই গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসের মহান মহানায়ক- বাঁর নেতৃত্বে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। শেখ মুজিব ছাত্র রাজনীতি করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন ভাষা আন্দোলন ও স্বাধিকার সংগ্রামে। উত্থাপন করেছেন বাঙালির মুক্তির সনদ- ছয় দফা। মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে রাজনৈতিক মামলায় কারাবন্দি ছিলেন ১৩ বছরেরও বেশি। বাংলার মানুষ ভালোবেসে তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বঙ্গকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলার নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সাচলাইট অপারেশনে নিবৃত হওয়ার প্রাক্কালে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন স্বাধীনতা। তাঁর ডাকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে বাঁপিয়ে পড়ে সকল স্তরের বাঁর বাঙালি। অর্জন করে বিজয়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান, পররাষ্ট্রনীতিসহ অধিকাংশ মৌলিক ভিত্তির রূপকল্প তাঁরই সৃজিত। জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছেন তিনিই। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের ৬৭৭ নম্বরের নিজ বাড়িতে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য রাতের গভীরে অতর্কিত হামলা চালিয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছাসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সময় জার্মানিতে ভ্রমণে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের জাতির পিতা। তাঁর দেওয়া ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করতে প্রেরণা দিয়েছে। সেই ভাষণ আজ ইউনেস্কো ঘোষিত 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃত।



INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

FEBRUARY 21

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

February 21 stands tall in our history, a day woven with the threads of courage and resilience—Martyrs' Day and International Mother Language Day. Back in 1952, it echoed with the thunderous voices of ordinary heroes, demanding Bengali as the state language. Icons like Salam, Jabbar, Shafiur, Barkat, and Rafiq, alongside countless unnamed souls, bravely stood up. Their unwavering spirit faced the onslaught of Pakistani bullets, marking the genesis of a movement—a rejection of divisive politics, a declaration for linguistic rights. This bold stand nurtured the flame of Bengali nationalism and paved the path to autonomy, culminating in our hard-fought freedom during the liberation war.

The Shaheed Minar, a solemn symbol, towers as a tribute to their valour and sacrifice. Crafted by Hamidur Rahman and Novera Ahmed, it stands as a silent testament. On February 21, a sacred day observed nationwide, we come together, barefoot, to honour these martyrs, adorning their memory with flowers and echoing the soulful notes of "Amar Bhaier Rokte Rangano Ekushey February"—a stirring melody by Altaf Mahmud, with verses penned by Abdul Gaffar Chowdhury.

November 17, 1999, marked a momentous milestone when UNESCO, the guardian of global heritage, recognised our unparalleled sacrifice. They officially sanctified February 21 as International Mother Language Day, a worldwide symbol, a clarion call to uphold the dignity and sanctity of languages everywhere. Today, it stands as a beacon, reminding the world of the intrinsic value of linguistic diversity and the importance of preserving this tapestry of voices.



একুশে ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি চেতনার অবিদ্বন্দ্বিতা বাতিঘর। ১৯৫২ সালের এই দিনে ঢাকায় মাতৃভাষা 'বাংলা'কে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সর্বস্বত্বের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বের করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে সালাম, জব্বার, শফিউর, বরকত ও রফিকসহ মিছিলে থাকা নাম না জানা ছাত্র-যুবারা শহিদ হন। বর্বর এই হত্যাকাণ্ডের পর ভাষা আন্দোলন আরও বেগবান হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় মাতৃভাষার অধিকার। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতা সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় বাংলায়। ক্রমে জন্ম নেয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন, যার চূড়ান্ত পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

ভাষাশহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনার বাঙালির চেতনাস্তম্ভ, যার নকশাকার হামিদুর রাহমান ও নভেরা আহমেদ। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি। শহিদ আলতাক মাহমুদ সুরারোপিত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গান গেয়ে গেয়ে খালি পায়ে প্রভাতফেরি করে শহিদ মিনারে হৃদয় নিঙড়ানো পুষ্পাঞ্জলি দেয় সর্বস্বত্বের মানুষ। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার মাধ্যমে মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের মানুষের আত্মত্যাগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি জানায় জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো।

একুশে ফেব্রুয়ারি— মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালির জাতিসত্তা ও ভাষাভিত্তিক স্বাভাবিক রক্ষাসহ সকল সংগ্রাম, আন্দোলনের উৎস ও প্রেরণা।